জলই জীবন

▣ গৌতম ভট্টাচার্য্য

জীবনের আরেক নাম জল। হ্যাঁ, সত্যি জল ছাড়া জীবন নেই। কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে যখন জীবনের অস্তিত্ব ছিল না, যখন পৃথিবীতে শুধু জল আর জলই ছিল, তখন ঐ জলের মধ্যে চলতে লাগল হাজারো বিক্রিয়া আর সেই বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ তৈরী হল নানা জৈব পদার্থ যার থেকেই আদিম কোষ তৈরী হতে শুরু হল। তারপর জৈব বিবর্তনের হাত ধরে এই সুন্দর পৃথিবী ভরে গেল নানা প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদকূল। ধীরে ধীরে এল মানুষ নামের এক বিশেষ প্রাণী।

তাই জল ছাড়া এই জীবন কখনো সম্ভব না। আজকাল আমরা জানতে পেরেছি যে এই পৃথিবীর মাটির নিচের জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ নানা কারণে এবং তার মধ্যে এই মানব জাতি নামে যে প্রাণীটি এই পৃথিবীকে চষে বেড়াচ্ছে, তাঁর অবদান এই শেষ হয়ে থাকার পেছনে অনেক অংশে দায়ী। আমাদের পৃথিবীতে এখন জনসংখ্যা বেড়েই চলছে যার ফলে মাটি সংকুচিত হচ্ছে, বাড়ছে পানীয় জলের চাহিদা। আর এই চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ মাটির নিচের জলকে নিশেষ করে ফেলছে। অতিরিক্ত মাত্রায় মাটির নিচের জল ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি পানীয় জলের কোম্পানীর দৌলতে। এর মধ্যে অনেক বহুজাতিক কোম্পানীরা চাইছে আমাদের দেশের বা দক্ষিণ পূর্ব গরীব দেশগুলো থেকে যতটা সম্ভব মাটির জল শুষে নিতে। তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন যে হয়তো এমন একটা দিন আসবে যখন মানুষ মাটির নিচের জলের জন্য লড়াই করচে, তেলের জন্য না। যাইহোক যে ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চাইছি যে আমরা যদি এখনও না সচেতন হই তাহলে আগামী ২০৫০ এর ভেতরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ জলের জন্য হবেই এবং প্রচুর মানুষের প্রাণ এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। একটা চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবেই, এর থেকে কোন রক্ষা নেই।

আমাদের দেশে প্রায় ছয় মিলিয়ন লোক আছে যারা ঠিক ভাবে ব্যবহার যোগ্য জল পায় না। এই অবস্থা দিন কে দিন আরো খারাপ হচ্ছে। আমাদের দেশে আরো একটা বিচিত্র চিত্র ফুটে উঠে। দেখা যায় কোন কোন অঞ্চলে পানীয় জলের জন্য মা, বোনেরা প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে কুঁয়ো থেকে বা নদী থেকে বা ঝরণা থেকে জল সংগ্রহ করে, আবার তার উল্টদিকে দেখা যায় শহর অঞ্চলে অফুরন্ত জল অপচয় হচ্ছে নানা ভাবে। বাড়ীঘরে যথেচ্ছ ভাবে জল

ব্যবহার করা হচ্ছে, অপচয় হচ্ছে রাস্তাঘাটের জলের কল খোলা রেখে বা জলের কলের মুখ-কে চুরি করে নিয়ে গিয়ে। এই সব জল কোথা থেকে আসে ? এই সব জল সাধারণত শহরাঞ্চলের মাটির নিচের থেকে আসে বা নিকটবর্তী কোন নদী থেকে আসে। এই জল অপচয় হবার পেছনে অনেক কারণ আছে তার মধ্যে সরকারের যেমন গাফিলতি আছে, আমরা সাধারণ মানুষ ও দায়ী। সরকারী দোষ ত্রুটি যদি বিচার করি তাহলে প্রথমেই বলতে হবে অনেক রাজ্য সরকার আছেন যারা সঠিক ভাবে জল সরবরাহ করার কোন নীতি করে নি। তারপর আছে জল সরবরাহ করার সংস্থানদের অপকর্ম। এরা ভাল জলের পাইপ ব্যবহার করবে না, ঠিক ভাবে কাজ করবে না কম দামের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে ইত্যাদি। আর সাধারণ মানুষের দোষ যদি বিচার করা যায় প্রথমে বলতে হবে যে এরা অন্ধ বা বোবা বা বোকা বনে থাকতে পছন্দ করে। এরা সরকারের অপকর্ম নিয়ে কথা বলে না। এরা নিজেদের বাড়ীতে জলের ব্যবহার সঠিকভাবে করার পদ্ধতি জানে না। দেখা যায় রাস্তাতে যদি জলের কলটা খোলা থাকে তা বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয় না। তাই আমাদের এই ধরনের বিষয়ে ভাবতে হবে, নিজেদের চরিত্র বা চিন্তাধারা পাল্টাতে হবেই না হলে আমাদের আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। তাই আসুন আমরা কিছু করি যাতে জলের অপচয় রোধ করা যায়। প্রথমত: আমাদের এখন সবচেয়ে বড় যে কাজ, সেটা হল মাটির নিচের জলের উৎসকে বৃদ্ধি করা। সেটা কি করে করব ? এটা সত্যি কথা কি এটা জলের মতো সোজা। মাটির নিচের জলের উৎসকে বৃদ্ধি করতে হলে বৃষ্টির জলকে ধরতে হবে। যাকে 'রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং' বলে। এই পদ্ধতি খুবই সোজা। আমরা যদি আমাদের ঘরের ছাদের জলকে মাটির নিচে প্রবেশ করানোর উদ্যোগ নিতে পারি পাইপ দিয়ে তাহলেই হয়ে গেল। এই জল ইচ্ছে করলে আমরা আমাদের শৌচালয়েও ব্যবহার করতে পারি। এরপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যেতে পারে। সেটা হল আমাদের জলের উৎস যেমন ঝরণা, বড় বড় জলাশয়, দীঘি বা পুকুর এগুলোকে সংরক্ষিত করতে পারি। এখনকার দিনে নানা জমি মাফিয়ারা অবৈধভাবে পুকুর বা জলাশয়কে দখল করে তা ভরাট করে বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরী করছে। এগুলো আমাদের রুখতে হবে। তা না হলে মাটির নিচের জল সংরক্ষিত থাকবে না।

এর পর আসা যাক ওয়াটার শেড তৈরী করার কথা। ওয়াটার শেড এমন একটা পদ্ধতি যেখানে মাটির মধ্যে শ্রম দিয়ে জলের উৎস তৈরী করা। ওয়াটার শেড ইচ্ছে করলে একটি ক্ষেতের মাঝেও করা যেতে পারে বা কোন পাহাড়ের গায়ে বা পাদদেশে তৈরী করা যেতে পারে। ওয়াটার শেড তৈরী করার সাথে

সাথে ঐ ওয়াটার শেডের চারপাশে নানারকমের গাছ লাগাতে হবে যাতে ঐ জায়গাটাতে একটা ছায়া তৈরী হয় এবং ঠান্ডা থাকে। এই ধরনের উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে নিতেই হবে। তা না হলে কোন লাভ নেই।

সবশেষে যা বলব তা হল আরো সচেতনতা চাই এবং এই সচেতনতার জন্য চাই শিক্ষা - পুঁথিগত না ব্যবহারিক শিক্ষা। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বলা উচিত যেন ওরা রাস্তার জলের কল খোলা না থাকে তার জন্য দল বেঁধে নজর রাখে। ওদেরকে বলতে হবে এবং বোঝাতে হবে আজকের পৃথিবীতে কেন জলের সংকট এবং এর জন্য কে দায়ী ? যদি আমরা ঐভাবে এগুতে পারি তবে হয়তো এই পৃথিবীর জলের সংকট কিছুটা হলে সমাধান হবে।

আসুন আমরা সবাই মিলে বলি–

"জলই জীবন, জীবনই জল
রেখো না খুলে জলের কল
চলার পথে যদি দেখা হয়,
খোলা জলের সাথে
বন্ধ কর যদি ঐ কল
ভাল ফল পাবে ভবিষ্যতে।"